আমাদের সময়

তারিখ 18 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিশুদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ

সৈয়দ মুরাদুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ ●

প্রধানমন্ত্রী শিশু-কিশোরদের মন দিয়ে পড়াশোনা করা, মা-বাবা ও শিক্ষকদের কথা শোনা এবং বড়দের মান্য করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তোমরা যতদূর পারো শিক্ষা অর্জন করবে। শিক্ষা হবে তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ শিক্ষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দেশ গড়ে তুলবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, মেধা-জ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন– সবদিকে তোমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গতকাল দুপুরে টুঙ্গিপাড়ায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশু সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে বলেই আজ বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অভিশাপমুক্ত হয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রও চলছে। কিন্তু তা এখন আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না।

সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ওই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিশু প্রতিনিধি রাফিয়া তুর জামান। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিশু ও মহিলাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। শিশুদের পক্ষ থেকে ঋত্বিক জিদান স্বাগত বক্তব্য রাখে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মো. জিল্লার রহমান ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. খলিলুর রহমান।

দাদির কাছে শোনা বাবার কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, ছোটবেলা থেকেই মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বঙ্গবন্ধু। বালক বয়স থেকেই তিনি মানুষের উপকারে বিভিন্ন কাজ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৫

শিক্ষা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করতেন। নিজের জামা, খাবার ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস অভাবী মানুষকে বিলিয়ে দিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধু তার বাবার গোলা থেকে ধান বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলেও জানান শেখ হাসিনা।বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণ করে আবেগাপ্লুত শেখ হাসিনা বলেন, মাত্র ৫৪ বছর বয়সে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসেলকে হত্যা করা হয়েছে ১০ বছর বয়সে। তাদের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবি– বাবা বেঁচে থাকলে আজ দেখতে কেমন হতেন, ছোট্ট রাসেল বেঁচে থাকলে দেখতে কেমন হতো।

শিশু সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে মহিলা ও শিশু অধিদপ্তরের উদ্যোগে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার দুস্থ নারীদের মধ্যে সেলাই মেসিন বিতরণ করেন। এরপর গোপালগঞ্জের শিশুশিল্পীরা 'শুধু তোমার জন্য' শীর্ষক কাব্যনৃত্য পরিবেশন করে। শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত দিনব্যাপী গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় বইয়ের ১১টি স্টল বসেছে। এর আগে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে আসেন। ১০টার কিছু পর রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে পৌঁছালে তাকে প্রধানমন্ত্রী স্বাগত জানান। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি গোটা জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। বেদির পাশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন ও ফাতেহা পাঠ করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।